ঘণ্টার মধ্যেই জুটে গেল চাকরি

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক বাছাইকৃতদের নাম। জানিয়ে দেয়া হচ্ছে সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান। আধ ঘণ্টার মধ্যেই নেয়া হচ্ছে সাক্ষাৎকার। সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে ফলাফল। মনোনীতদের ৫-৭ দিনের মধ্যেই যোগদানের কথা বলা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে। সব মিলিয়ে সময় লাগছে এক ঘণ্টা। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভিড়ে সরগরম রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন। দু'দিনব্যাপী এ জব ফেয়ার বা চাকরি মেলায় কেবলই শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ভিড়। যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি যুবক আয়োজন করেছে এ মেলা। মাঝারি বয়সের লোকও ভিড় করছেন সেখানে। চাকরিজীবীরাও যোগ দিচ্ছেন অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরির আশায়। সবার কলরবে এখন মুখরিত পুরো মিলনায়তন ও প্রাঙ্গণ। গতকাল সকাল ৯টা থেকে তরুণ-তরুণীরা সার্টিফিকেট-মার্কশিটের ফাইল-ফটোকপি নিয়ে ছুটে যান মেলায়। ১০টায় গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভরে যায় মিলনায়তনের লবি। আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দেন নির্ধারিত কাউন্টারে। যুবক কর্মীরা দ্রুত প্রসেসিং করে পৌঁছে দেন বাছাই কমিটির হাতে। স্বল্প সময়েই তৈরি হয়ে যায় প্রাথমিক নির্বাচিতদের তালিকা। ঘোষিকা মাইকে জানিয়ে দেন নির্বাচিতদের নাম, সিরিয়াল ও সাক্ষাৎকার সেলের নাম। স্ক্রিনেও দেখানো হয় এ তালিকা। আয়োজক কর্তৃপক্ষ জানায়, গতকাল হাজার হাজার আবেদন জমা পড়ে। এদের বেশির ভাগই সদ্য লেখাপড়া শেষ করা যুবক-যুবতী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্রছাত্রী। গতকাল প্রথম দিনেই শুরু হয় সাক্ষাৎকার পর্ব। সকালে যুবক ফোন কোম্পানি ৫টি বিভিন্ন পদের জন্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেয় ফলাফল। যুবক ফোনের আইটি ম্যানেজার (বিলিং) এসএম দাররাজ হোসেন বলেন, প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ২০ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে। এছাড়া আরও কিছু প্রার্থীকে অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে। সকালের দিকে সাক্ষাৎকার দিয়েই নিয়োগে আশ্বস্ত হন ২৫/৩ শান্তিবাগের এসএম ওয়াহিদ ফেরদৌস। তিনি মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করেছেন। অনার্সও সম্পন্ন করেছেন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি যুবক ফোন কোম্পানির কাস্টমার কেয়ার বিভাগের জন্য মনোনীত হন। ওয়াহিদ জানান, এটাই আমার প্রথম চাকরি। বেতন নিয়ে আলোচনা হয়নি। ভবিষ্যতে বেতন ঠিক হবে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করেছেন সাদিয়া সুলতানা। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে অটবিতে প্রশাসন সহকারী পদে কর্মরত। যুবক ফোন তাকে এক্সিকিউটিভ কাস্টমার পদে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়। সাদিয়া জানান, তাকে ঢাকার বাইরে নিয়োগ দেয়া হবে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বলেন, এ জন্য যোগদান করবো কিনা ভাবছি। মেলার আগে অনলাইনে তিনি ফরম পূরণ করেছেন বলে জানিয়েছেন। মেলার আগেই অনলাইনে প্রায় লক্ষাধিক আবেদনপত্র জমা পড়ে। গতকাল মেলায় উপস্থিত হয়েও অনেকে আবেদন করেন। এ সংখ্যা অনলাইনের চেয়ে অনেক বেশি। সরজমিন দেখা যায়, মিলনায়তনের যে যেখানে জায়গা পান সেখানে বসেই আবেদনপত্র পূরণ করেন। এদের একজন নাফিসা জাহান লিসা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী। তিনি জানান, ছাত্রজীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখন চাকরি প্রয়োজন। মেলায় এসে চাকরির বাজার সম্পর্কে ধারণা পেতেই তিনি গেছেন বলে জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন তৃতীয়বর্ষের ছাত্রী বিউটি বলেন, হাজার হাজার প্রার্থীর মধ্যে ৩শ' জন খুবই অপ্রতুল। এছাড়াও পার্টটাইমের জন্য কোন জব নেই। এ কারণে ঢাকার বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এসে ফেরত যাচ্ছেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন তৌহিদুর রহমান চৌধুরী। তিনি কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পাস করেছেন। বলেন, এনজিও ক্যাটাগরিতে নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ার পদে আবেদন করেছি। সাক্ষাৎকারের জন্য অপেক্ষা করছি। ইডেন কলেজের গণিত বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী আনারকলি খান লিভা ও হুরাইরা শিশির বলেন, এখানে কলা অনুষদ ও আমাদের সাবজেক্টের চাকরির অভাব। তবে যারা টেকনোলজির ওপর পড়াশোনা করেছেন, তারা সহজেই এখান থেকে চাকরি পাবেন। মেলায় দেখা যায়, পুরুষ প্রার্থীরা একা বা বন্ধু-বান্ধব মিলে মেলায় গেলেও অনেক মেয়ে প্রার্থীই যান অভিভাবকের সঙ্গে। মেয়েকে সঙ্গে করে যাওয়া খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ার শাহজান মিয়া বলেন, প্রচণ্ড ভিড়। আবেদনপত্র তুলে জমা দেয়ার কাজে মেয়েকে সহযোগিতা করতে এসেছি। তিনি জানান, মাঝে মাঝে আবেদনকারীদের তালিকা স্ক্রিনে ভেসে উঠতে এক-দেড় ঘণ্টা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেকের দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হচ্ছে বাছাইকৃতদের তালিকা পেতে। সাক্ষাৎকারের সময় জানার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হচ্ছে। জব ফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান হোসাইন আল মামুন বলেন, ১৯৯৬ সাল থেকে আমরা এ ধরনের মেলা করে আসছি। এতে চাকরিপ্রার্থীরা বাজারের চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারেন। তারা নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারেন। মেলা শুরুর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক এমপি বলেন, অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে বেকারত্ব উপলব্ধি করতে পারি। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে ৬ কোটি কর্মক্ষম তরুণ-তরুণী শ্রমবাজারে আসবে। এ জন্য বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি করে আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্যসচিব ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, উপার্জনের চেষ্টাই হলো কর্মসংস্থান। অথচ আমরা সরকারি চাকরির বিকল্প ভাবতে শিখিনি।

চাকরি পেতে হন্যে হয়ে খুঁজতে হবে। বর্তমান বাজারে ভাল পণ্য হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, প্রতিবছর ২০ লাখ জনশক্তি বাজারে আসছে। সবার জন্য কর্মসংস্থান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সরকারের আরও চেষ্টা করা উচিত। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রমনী মোহন চাকমা বলেন, সরকার যুবকদের আত্মকর্ম সংস্থানে উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। সভাপতির বক্তব্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, মানুষকে সম্পদে পরিণত করলে দেশ উন্নত হবে। অধিক জনসংখ্যার কারণে হতাশ হলে চলবে না।